৩।

ভোরের কাগজ

তারিখ 22 DE 1998
পৃষ্ঠা ৩০ কলাম ৪

কম্পিউটার কেনার জন্য শিক্ষার্থীদের সহজ শর্তে ঋণ প্রদানের দাবি জানিয়েছে বিসিএস

কাগজ প্রতিবেদক : বাংলাদেশ কম্পিউটার সমিতি (বিসিএস) কম্পিউটার কেনার জন্য শিক্ষার্থীদের সহজ কিস্তিতে ঋণ প্রদান ও টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থাকে আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত করাসহ ৯ দফা সুপারিশ বাস্তবায়নের জন্য সরকারের কাছে দাবি জানিয়েছে। সফটওয়্যারকে একটি রপ্তানিমুখী শিল্প হিসেবে গড়ে তোলা এবং বাংলাদেশে কম্পিউটার শিল্পের বিকাশের জন্য সমিতি এ দাবি জানায়।

গতকাল সোমবার আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে সমিতি সুপারিশমালা উপস্থাপনসহ সদ্যসমাপ্ত আন্তর্জাতিক কম্পিউটার প্রদর্শনীর বিভিন্ন দিক তুলে ধরে। লিখিত বক্তব্যে সমিতির সাধারণ সম্পাদক আহমেদ হাসান জুয়েল জানিয়েছেন, ১ লাখ ৮৫ হাজার দর্শনার্থী মেলায় এসেছিলেন। টিকিট বিক্রি হয়েছে মোট ১ লাখ ৩০ হাজার। তিনি বলেন, গত বছর মেলায় দর্শনার্থী এসেছিল ৪০ হাজার। বিক্রি ও অর্ডার মিলিয়ে এ বছরের মেলায় প্রায় ২১ কোটি টাকার কম্পিউটার সামগ্রী বিক্রি হয়েছে। গত বছরের তুলনায় এবার মেলায় বিক্রি বেড়েছে প্রায় ২০ গুণ। সফটওয়্যার কোম্পানিগুলো দেড় কোটি টাকার অর্ডার পেয়েছে। প্রকাশনা সংস্থাগুলো ১০ লাখ টাকার ব্যবসা করেছে। জুয়েল বলেন, বিসিএস সফটওয়্যার সেল সফটওয়্যার প্রফেশনালদের ডাটাবেজ তৈরির যে উদ্যোগ নিয়েছে তাতে ৩ হাজার ৬০০ ব্যক্তির নাম তালিকাভুক্ত করেছে। রেজিস্ট্রেশনের কাজ অব্যাহত রয়েছে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

বিসিএস উপস্থাপিত সুপারিশমালায় রয়েছে, প্রতিটি জেলাশহরকে ভি স্যাটের আওতায় আনা, ছোট সফটওয়্যার সংস্থাগুলোকে সহজ শর্তে ঋণ দেওয়া, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাঙ্গনে কম্পিউটার শিক্ষায় বেসরকারি উদ্যোক্তাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা। প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ে কম্পিউটার বিজ্ঞান বিভাগ খোলা ও স্বল্পমেয়াদি কোর্স চালু করা, প্রতিটি সরকারি প্রতিষ্ঠানকে জরুরিভিত্তিতে কম্পিউটারায়ন করা ইত্যাদি।

কম্পিউটার শিল্পের সমস্যা সম্পর্কে আহমেদ হাসান জুয়েল বলেন, দেশে এখনো সফটওয়্যার কপিরাইট ও ইন্টেলেকচুয়াল প্রোপার্টি রাইট আইন পাস করা হয়নি। ইন্টারনেটের টপ লেভেল ডোমেইন রেজিস্ট্রেশন প্রক্রিয়া আন্তঃমন্ত্রণালয় জটিলতায় মুখ থুবড়ে পড়ে আছে। কম্পিউটারে বাংলা প্রচলনের জন্য আসকি কোড স্টান্ডার্ড এখনো হয়নি। তিনি বলেন, সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর কম্পিউটারায়ন করা প্রয়োজন। সফটওয়্যার রপ্তানির লক্ষ্যে গঠিত সরকারি স্থায়ী কমিটির কাজের জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা নেই। বিসিএস সাধারণ সম্পাদক বলেন, স্থায়ী কমিটির তত্ত্বাবধানে রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো ৫ কোটি টাকার তহবিল বরাদ্দ করেছে। সফটওয়্যার রপ্তানিকারকদের সমিতি বেসিসের সদস্য ছাড়া কাউকে ঐ তহবিল থেকে আর্থিক সহায়তা প্রদান না করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। তিনি এর বিরোধিতা করেন।

সংবাদ সম্মেলনে উদ্বোধনী বক্তব্য রাখেন বিসিএস সভাপতি আফতাব উল ইসলাম। সম্মেলনে আরো উপস্থিত ছিলেন, মুস্তফা শামসুল ইসলাম, মোঃ সবুর খান, মোঃ মঈনুল ইসলাম, আতিক-এ-রব্বানী, আব্দুল্লাহেল কাফী ও মজিবুর রহমান স্বপন।